শীতার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ঠাকুরগাঁওয়ের ডিসি

শামসুল আলম, ঠাকুরগাঁও- ঠাকুরগাঁওয়ের শীতার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন জেলা প্রশাসক। গভীর রাতে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে তিনি হতদরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন। বৃহস্পতিবার রাতে জেলা প্রশাসক সদর উপজেলার গড়েয়া, শুকানপুকুরী ইউনিয়নসহ বিভিন্ন এলাকায় থাকা অসহায় মানুষদের কাছে গিয়ে তাদের হাতে কম্বল তুলে দেন।

জেলা প্রশাসক ইসরাত ফারজানা বলেন, “শীতের এই তীব্রতায় দরিদ্র, অসহায় মানুষদের কষ্টের কথা ভেবে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। যতদিন প্রয়োজন, ততদিন শীতার্তদের সহায়তায় আমরা কাজ করে যাব।”

সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে দরিদ্র মানুষের জন্য কম্বল পাঠানো হয়েছে, শীতের কাপড় কেনার জন্য টাকা পাঠানো হয়েছে শীতার্থ মানুষের জন্য সরকারের যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা অংশ হিসেবে আমরা দরিদ্র মানুষ কম্বলগুলো পায় সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। শহর থেকে অনেক দূরে সাধারণত যে এলাকাগুলোতে মানুষ কম্বল পায় না জেলা প্রশাসক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব দুস্থ দরিদ্র মানুষ যাতে শীতে কষ্ট না পায় সে কারণেই তাদের কাছে আসা এবং তারা আমাকে অত্যন্ত আপন ভেবে আমার সাথে মিশছে এই ব্যাপারটা আমি সত্যিই ইনজয় করছি।

এ সময় জেলা প্রশাসকের সঙ্গে ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম। তিনি বলেন, “শীতার্তদের পাশে দাঁড়ানোর এই কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চলবে। সবাই যদি এগিয়ে আসে, তবে শীতার্ত মানুষদের কষ্ট অনেকটাই লাঘব হবে।”

কম্বল পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বৃদ্ধা তাহমিনা বেগম। তিনি বলেন, “শীতের কারণে রাতে ঘুমাতে পারি না। আজ কম্বল পেয়ে মনে হলো কেউ আমাদের দুঃখের কথা ভেবেছে। আল্লাহ ওনাদের ভালো করুন।”

শুখানপুকুরী ইউনিয়নে থাকা দিনমজুর সিদ্দিক বলেন, “শীতের দিনে কাজ কম, আয়ও কমে গেছে। একটা কম্বল কিনতে পারছিলাম না। জেলা প্রশাসক নিজে এসে কম্বল দিয়েছেন, এটা আমাদের জন্য বড় আশীর্বাদ।”

জেলা প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। তারা বলেন, “শীতার্ত মানুষের জন্য এমন উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। প্রশাসনের এই দৃষ্টান্ত অন্যদেরও উৎসাহিত করবে।”

জানা গেছে, শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম চালানো হবে।